টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকে

গোপন সমস্যার সমাধান খুঁজছেন? কাউকে বলতে দ্বিধা করছেন? একটি ফোন কল দিতে পারে আপনার সমাধান। কিন্তু তাতেও আছে অস্বস্তি। অপরিচিত একজনকে ফোন করে কিভাবে সমস্যার কথা বলবেন এই দ্বন্দ্ব কাজ করে তখন। এমন অবস্থায় পড়লে চিঠি লিখে আপনার সমস্যা জানান এই বিভাগে। টেলিজিজ্ঞাসা'র ডেস্ক থেকে বিশেষজ্ঞের সমাধান পেয়ে যাবেন...

সোশাল মার্কেটিং কোম্পানীর সৌজন্যে

- আমার বয়স ২৩ বছর। আমি কবিরাজি, এলোপ্যাথি, ইউনানি বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছি। কোনো ফল পাইনি। অঙ্গ শক্ত হয় না। রগগুলো নিস্তেজ। আমি বিবাহিত।

শাহ্ আলম
মানিকগঞ্জ

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ সব মানুষ যেমন একরকম হয় না, তেমনি সবার ঘনত্বও একরকম নয়। কাজেই ঘনত্ব বাড়ানোর চেষ্টা সে বিবেচনায় অর্থহীন। শক্ত না হওয়া এবং দ্রুত নির্গত হওয়া আসলেই সমস্যা। তবে আমাদের মনে হয় আপনার এ সমস্যার পেছনে শারীরিক কোনো কারণ নেই। পাতলা হওয়ার জন্য আপনার দুশ্চিন্তাই সম্ভবত উপরোক্ত দুটো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে ভাবনার কিছু নেই। একজন দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে ধৈর্যের মাধ্যমে চর্চা করলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। আশা করছি এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

- আমি ২৪ বছরের অবিবাহিত যুবক। মাঝেমধ্যে মৈথুনের অভ্যাস আছে। আলিঙ্গনে শরীর কাঁপে, তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত লালার মতো বের হয়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে অঙ্গ শিথিল হয়ে যায়। বিয়ের পরে এটা কি সমস্যা হবে? দয়া করে সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

রায়ের বাজার
ঢাকা

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে আলিঙ্গনে অতিরিক্ত উত্তেজনায় যে বিষয়গুলো হওয়ার কথা, আপনার ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটছে। এতে কি বিচলিত হওয়ার কিছু আছে? অনুকূল পরিবেশে উত্তেজনা তৈরি হলে শক্ত হয় মিলনের প্রস্তুতি হিসেবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণে যদি মিলন করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে তো শিথিল হবেই। আর বিয়ের পর যেহেতু পুরোপুরি পরিবেশগত আনুকূল্য থাকে, কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

- বয়স ১৩ থেকেই আমার মৈথুনের যাত্রা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে পড়ছি, বয়স ২১। শত চেষ্টা করেও অভ্যাসটা ছাড়তে পারছি না। যখন আরম্ভ করি মনের আনন্দে করি, শেষ হলে অপরাধবোধে আক্রান্ত হই। আর হয় দুশ্চিন্তা। এই দুইয়ে মিলে আজ আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের সৃষ্টি। আমি এই বাজে অভ্যাসটা ছাড়তে পারছি না। পত্র-পত্রিকায় জেনেছি এটা নাকি স্বাস্থ্যসম্মত। এখনও কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হইনি। ছোটবেলায় খুব সুন্দর আর ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। কিভাবে আমি এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবো?

হতাশাগ্রস্ত, ঢাকা

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ মৈথুন আপনার কাছে অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ মনে হওয়ায় এটা করার পর আপনি অপরাধবোধে আক্রান্ত হচ্ছেন। আপনার মতো আরো অনেকেরই মাঝে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি করছে নানা প্রকার পর্নো পত্র-পত্রিকার লেখা এবং ফুটপাতের হকারদের লেকচার। তারা এগুলো করছে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। আশার কথা হলো, ইতিমধ্যে আপনি জেনে গেছেন যে এটা ক্ষতিকর নয় অথচ তা এখনও মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। আপনার অবগতির জন্য জানানো যায়, স্বাভাবিকভাবে এটা সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ একটি কাজ। একে অন্যায় ভাবারও কোনো কারণ নেই। কোন মানুষই হয়তো পাওয়া যাবে না যিনি কখনও এটা করেননি। অন্যায় বা ক্ষতিকর হলে তাদের কি অবস্থা হতো একবার ভাবুন তো। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে নিয়ে আরম্ভের আনন্দটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। আর দুশ্চিন্তা যদি সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন তাহলে আশা করা যায় আপনি সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন।

- আমার বয়স ২৩। একটা ছেলের সঙ্গে ৮ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু গত দুই মাস পূর্বে আর একটা ছেলের মিলনে গেলে আমি লক্ষ্য করি যে, পূর্বে উত্তেজিত হয় কিন্তু মিলনে গেলে আর উত্তেজিত থাকে না। যার কারণে আমি মিলনে সক্ষম হতে পারিনি। এ ছাড়াও আমি অনেকবার মৈথুন করেছি। এবং আমার অঙ্গ পূর্বের চেয়ে যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমার এলার্জি আছে। এলার্জি থাকলে কি সমস্যা হয়? বলা বাহুল্য যে, আমি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মিলন করিনি। আমি জানি ছেলেদের সঙ্গে মিলনের কারণেও এইডস্ হতে পারে। তবে এইডস্ হওয়ার পূর্বে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তার একটিও এ পর্যন্ত আমার দেখা যায়নি। দয়া করে সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

বি, ঢাকা

টেলিজিজ্ঞাসার ডেস্ক থেকেঃ বর্ণনা থেকে অনুমান করছি, আপনি একজন পুরুষ। যেহেতু আট বছর যাবৎ একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন, কাজেই বলা যায় অভ্যস্থতার কারণে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন সম্ভব হচ্ছে। আসলে সফল মিলনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো- অনুকূল পরিবেশ। অর্থাৎ উভয়ের মানসিক অবস্থা, কেউ দেখে ফেলার ভীতি, সঙ্গীর সহযোগিতা, মূল্যবোধগত সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি বিষয় অনুকূল থাকলে সাধারণত সফল মিলন সম্ভব হয়ে থাকে। যখনই আপনি নতুন একজনের সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন তখন হয়তো কোনো না কোনোভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারেনি, আর ফলশ্রুতিতে মিলন সম্ভবপর হয়নি। এলার্জির কারণে মিলনের ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো সমস্যা হয় না, বিশেষ করে আপনার যে সমস্যা হয়েছে তার সঙ্গে এলার্জির কোনো সম্পর্ক নেই। আগে অনেকবার বলা হয়েছে, মৈথুন কোনোভাবেই ক্ষতিকর নয়। কেবল এটা কেন, কোনো কারণেই ছোট হয়ে যাওয়ার কারণ নেই। আর এইড্স সাধারণত ছড়ায় আক্রান্ত কারো সঙ্গে অনিরাপদ সম্পর্ক বা তার কাছ থেকে রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে। সম্ভবত উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন।

এইচআইভি/ মুক্ত এবং অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে নির্দ্বিধায় ফোন করুন- টেলিজিজ্ঞাসা:
টেলিফোন নং: **মহিলাদের জন্য ৮৮১১৪৭৫, পুরুষদের জন্য ৮৮১২৬৭০**
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত